রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৫ সনের ৩৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১০, ২০১৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৬৭—৫৮৫
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৪০৭—১৪৩৮
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	৩৩—৪৭
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২৪৫—১২৬৭

	পৃষ্ঠা নং
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/৩১ মে ২০১৫

নং অম/অবি/প্রঃ-২/১২(৩)/২০০৯/১২১—যেহেতু, বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মাহমুদ হাসান-কে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে উপ-পরিচালক (ডিএজি/সমমান) পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় ০৩-০৭-২০০৬ তারিখের অফিস আদেশের মাধ্যমে EMTAP (Economic Management Technical Assistance Project) প্রকল্পে প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তিনি উক্ত পদে যোগদান করেননি ; উপরন্তু অসুস্থ মর্মে সিএন্ডএজি কার্যালয়ে ১০-০৯-২০০৬ তারিখে একটি পত্র প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে অসুস্থতার কারণ উল্লেখ করে ০৯-১০-২০০৬ তারিখে অর্থাৎ ৩ (তিন) মাস পর তিনি EMTAP প্রকল্পে যোগদান করেন। তার যোগদানপত্র EMTAP প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়নি এবং তাকে সিএন্ডএজি কার্যালয়ের ১৩-১১-২০০৬ তারিখের অফিস আদেশের মাধ্যমে সিজিএ কার্যালয়ে ৬ষ্ঠ গ্রেড/সমমান পদে পদায়ন করা হয়। কিন্তু তিনি উক্ত পদে যোগদান না করে ০৩-০৭-২০০৬ তারিখ হতে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন এবং কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখেন ;

যেহেতু, সিএন্ডএজি কার্যালয় হতে গত ১৭-০৪-২০০৭ তারিখের পত্রের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) এবং ৩(সি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ এবং পলায়নের অভিযোগে তাকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেয়া হয়, কিন্তু তিনি তার কোন জবাব দেননি বা কর্তৃপক্ষের সাথে কোন যোগাযোগও করেননি ;

যেহেতু, জনাব মাহমুদ হাসান-এর উপর্যুক্ত কার্যকলাপের কারণে তাকে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

অভিযুক্ত করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ২৮-০৬-২০০৯ তারিখে অভিযোগনামা জারি করা হয় এবং একই বিধিমালার ৪(৩) (ডি) বিধি অনুযায়ী কেন তাকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সন্তোষজনক জবাব প্রেরণের নির্দেশ দেয়া হয়। আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি প্রদানে ইচ্ছুক কিনা তাও জবাবে উল্লেখ করার জন্য বলা হয়। তিনি অভিযোগনামার জবাব দাখিল করেননি এবং কর্তৃপক্ষের সাথে কোনরূপ যোগাযোগও রক্ষা করেননি ;

যেহেতু, জনাব মাহমুদ হাসান ০৩-০৭-২০০৬ তারিখ হতে ২৪-১২-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত (৮ বছর ৫ মাস ২১ তিন) অননুমোদিতভাবে সরকারি কাজে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) অনুসারে অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩) (ডি) অনুযায়ী কেন তাকে Dismissal from Service করা হবে না এই মর্মে তার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ ৩১-০১-২০১৩ ও ০৪-০২-২০১৩ তারিখের ২টি বহুল প্রচলিত জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশসহ জারি করা হয় এবং নোটিশ জারির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তাকে জবাব প্রেরণের জন্য বলা হয়। কিন্তু তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেননি বা কর্তৃপক্ষের সাথে কোনরূপ যোগাযোগও রক্ষা করেননি ;

যেহেতু, জনাব মাহমুদ হাসান-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য অর্থ বিভাগের উপসচিব জনাব মোঃ মজিবর রহমান-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগ প্রমাণিত এবং তিনি দোষী মর্মে অভিমত প্রকাশ করা হয় ;

যেহেতু, জনাব মাহমুদ হাসানকে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ (Misconduct) ও পলায়ন (Desertion)-এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে উক্ত বিধিমালার ৪(৩) (ডি) অনুযায়ী তাকে চাকুরি হতে বরখাস্তকরণের (Dismissal from Service) সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulation, 1979 এর বিধি ৬ অনুযায়ী পরামর্শ গ্রহণের জন্য বিষয়টি সরকারি কর্ম কমিশনে প্রেরণ করা হয় ;

যেহেতু, জনাব মাহমুদ হাসানকে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ (Misconduct) ও পলায়ন (Desertion)-এর অভিযোগে উক্ত বিধিমালার ৪(৩) (ডি) অনুযায়ী চাকুরি হতে বরখাস্তকরণের (Dismissal from Service) সিদ্ধান্তের সাথে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন একমত পোষণ করে ;

যেহেতু, জনাব মাহমুদ হাসান (জ্যেষ্ঠতাক্রম-১৭৪)-কে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ (Misconduct) ও পলায়ন (Desertion)-এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে উক্ত বিধিমালার ৪(৩) (ডি) অনুযায়ী সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করার বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি প্রদান করেছেন ;

সেহেতু, বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মাহমুদ হাসান (জ্যেষ্ঠতাক্রম-১৭৪)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তথা সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি বর্ণিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি বর্ণিত গুরুদন্ড অর্থাৎ তাকে ০৩-০৭-২০০৬ তারিখ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহবুব আহমেদ
সিনিয়র সচিব।

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ
পরিবীক্ষণ শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৯ আষাঢ় ১৪২২/২৩ জুন ২০১৫

নং ০৭.০০.০০০০.০৯৯.০০.০০৬.২০১৫-৬৭—অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Support to Skills Development Coordination and Monitoring Unit (SDCMU), Skills for Employment Investment Program (SEIP) শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে (OTM) ক্রয় কার্যক্রম/প্রস্তাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে পূর্বে গঠিত কমিটির স্থলে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি সংশোধিত দরপত্র/প্রস্তাব (TEC/PEC) মূল্যায়ন কমিটি নির্দেশক্রমে গঠন করা হলো ঃ

চেয়ারপার্সন

(১) জনাব মোঃ জাহিদুল হক, ডিইপিডি (এফএম), SDCMU SEIP প্রকল্প

সদস্যবৃন্দ

(২) সৈয়দ নাসির এরশাদ, এইপিডি (পাবলিক-১), SDCMU SEIP প্রকল্প

(৩) জনাব মোঃ শোহেলের রহমান চৌধুরী, ম্যানেজার, বেজা

(৪) জনাব ফরিদ আহমেদ, সহকারী প্রধান, পরিবীক্ষণ শাখা-৩, অর্থ বিভাগ

(৫) শেখ সিদ্দিকুর রহমান, সহকারী সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ বিভাগ

(৬) খন্দকার মাহাবুবুল হক, সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

সদস্য-সচিব

(৭) জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, এইপিডি (এফএম-১), SDCMU SEIP প্রকল্প

২। মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা এবং আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব দলিলের বিধান ও শর্তাদি অনুসরণক্রমে :

(ক) আবেদনপত্র, দরপত্র, আগ্রহ ব্যক্তকরণ পত্র বা প্রস্তাব পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করবেন ;

(খ) সুপারিশসহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন।

ফরিদ আহমেদ
সহকারী প্রধান।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-১
আদেশ

তারিখ, ২৬ মে ২০১৫

নং বিচার-১/৪ডি-২/২০১০-৩৭১—যেহেতু, নীলফামারী জজশীপের সাবেক সহকারী জজ বর্তমানে দিনাজপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব গোপাল চন্দ্র রায় এর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সনের সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৪ (২)(বি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শক্রমে ০৩/২০১০ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছিল ; এবং

যেহেতু, জনাব গোপাল চন্দ্র রায় এর কারণ দর্শানোর প্রেক্ষিতে লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীকালে গৃহীত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৪ (২)(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে ;

সেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে অভিযুক্ত কর্মকর্তা নীলফামারী জজশীপের সাবেক সহকারী জজ বর্তমানে দিনাজপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব গোপাল চন্দ্র রায় এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৩/২০১০ নং বিভাগীয় মোকদ্দমায় ১৯৮৫ সালের সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৪ (২)(বি) বিধিমতে তাঁর পদোন্নতি প্রদান ০২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত রেখে শাস্তি প্রদান করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব।

বিচার শাখা-৬
আদেশ

তারিখ, ১৯ মে ২০১৫

নং আর-৬/৭এন-০৫/২০১৫-২২৫—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে হবিগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আতাউর রহমান, পিতা মোঃ নজির হোসেনকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মিজানুর রহমান খান
উপসচিব (প্রশাসন)।

বিচার শাখা-৭
আদেশ

তারিখ, ৩০ এপ্রিল ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-২৪/২০১৩(অংশ-১৪)-২৪৪—আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছি যে, সরকার মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ (সংশোধিত বিধিমালা, ২০১৩) এর ৬ক বিধি মোতাবেক জনাব মাহবুবুর রহমান, পিতা আবু তাহের সিদ্দিকী, মাতা মর্জিনা খাতুন, গ্রাম ইসলামনগর, পোঃ ইসলামনগর, উপজেলা সদর, জেলা মেহেরপুরকে কোন আদালতে কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে কার্যকর হইবেনা, এই শর্তে পিতার স্থলে পুত্রকে মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলার ৩নং আমঝুপী ইউনিয়নের অস্থায়ী নিকাহ রেজিস্ট্রী লাইসেন্স প্রদানের অনুমোদন জ্ঞাপন করিলেন।

২। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিধি মোতাবেক দরখাস্ত আহ্বানপূর্বক অবিলম্বে স্থায়ী নিয়োগের প্যানেল প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল।

৩। ইতোমধ্যে সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

৪। পরবর্তীতে বিধি মোতাবেক স্থায়ী নিয়োগ হওয়ার সাথে সাথে অস্থায়ী নিকাহ রেজিস্ট্রী লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইয়া যাইবে।

এই আদেশ কোন মামলায় কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে কার্যকর হইবে না।

মোঃ জাহিদুল কবির
সিনিয়র সহকারী সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
টিভি-২ শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ আষাঢ় ১৪২২/২৪ জুন ২০১৫

নং ১৫.০০.০০০০.০২৪.০৬.০১৭.১১-৫৮২—আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর এবং ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রদর্শনের লক্ষ্যে জমাকৃত প্যাকেজ অনুষ্ঠান যাচাই-বাছাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে "বিশেষ প্রিভিউ কমিটি" গঠন করা হল ঃ

সভাপতি

(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

(২) যুগ্ম-সচিব (সম্প্রচার)/যুগ্ম-সচিব (টিভি), তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

(৩) উপ-মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান), বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা

(৪) জনাব আবুল হোসেন, সাবেক যুগ্ম-সচিব (সম্প্রচার), তথ্য মন্ত্রণালয়

(৫) জনাব রামেন্দু মজুমদার

(৬) জনাব কেরামত মওলা

(৭) জনাব নাদের চৌধুরী

(৮) জনাব আব্দুর রহমান

(৯) জনাব মুশফিকুর রহমান গুলজার

(১০) এডভোকেট আফজাল হোসেন

(১১) জনাব সাইফুল আযম বাশার

(১২) মিসেস আশরাফুন্নেসা পারুল

(১৩) জনাব মোঃ আকতারুজ্জামান খোকা

(১৪) মিজ আতিয়া খান কেয়া

(১৫) মিজ কাজী সালমা সুলতানা

সদস্য-সচিব

(১৬) জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা কেন্দ্র, বাংলাদেশ টেলিভিশন

২। **কার্যপরিধিঃ**

(ক) কমিটি আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর এবং ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে বিটিভিতে প্রদর্শনের লক্ষ্যে জমাকৃত প্যাকেজ অনুষ্ঠান (নাটক, টেলিফিল্ম, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান এবং চলচ্চিত্র) যাচাই-বাছাই করে মান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুষ্ঠান নির্বাচন করবে ;

(খ) কমপক্ষে ০৬ (ছয়) সদস্যের উপস্থিতিতে কমিটির কোরাম পূর্ণ হবে ;

(গ) ২০১৫ সালের (পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর এবং ঈদ-উল-আযহার জন্য) সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ কমিটি কার্যকর থাকবে ;

(ঘ) কমিটি প্রয়োজন অনুসারে প্রতিদিন দুই অথবা তিন শিফটে অনুষ্ঠান অবলোকন করবে।

৩। কমিটির সদস্যরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিটিভি'র জন্য ঈদের কোন অনুষ্ঠান নির্মাণ ও পরিচালনার সংগে যুক্ত থাকতে পারবেন না।

৪। বিশেষ অনুষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে, যা আপীলযোগ্য নয়।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আখতারুজ্জামান তালুকদার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

চলচ্চিত্র অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/২১ মে ২০১৫

নং তম/চলচ্চিত্র/৩-১১/২০০৫(অংশ)/৩২৭—জনাব খোরশেদ আলশ খসরু, প্রযোজক, মেসার্স টিওটি ফিল্মস, ৭৩, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক নির্মিত "লীলা মন্থন" চলচ্চিত্রটি সেন্সরশীপ আইন, ১৯৬৩ (সংশোধিত ২০০৬) এর ৪বি(১) ধারা লংঘন করে আপিল আবেদন দাখিল করায় তা নাকচ করা হলো।

২। আপিল আবেদন নাকচ হওয়ার কারণে উক্ত চলচ্চিত্রটি একটি সনদপত্রহীন চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সমস্ত বাংলাদেশে উক্ত চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা হলো।

৩। এ চলচ্চিত্র কোথাও প্রদর্শিত হলে চলচ্চিত্রটি বাজেয়াপ্তকরণসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জি. এন. নজমুল হোসেন খান
উপসচিব।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/০১ জুন ২০১৫

নং ২০.০০.০০০০.৩০৪.০১৮.০০৪.১২-৮২৪—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সওব্য-৪ শাখার ২৯-০৪-২০১৫ তারিখের ০৫.১৫৩.০১৫.০৫. ০০.০১৫.২০১৫-১০৮ নং স্মারক এবং অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-২ এর ২৫-০৫-২০১৫ তারিখের অম/অবি/ব্যনি-২/পরিক-৪/ ২০০৫/৪৩৮ নং স্মারক মোতাবেক পরিকল্পনা বিভাগের রাজস্ব বাজেটভুক্ত জনবল কাঠামোতে নিয়োজিত তৃতীয় শ্রেণীর "সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক-কাম সহকারী" পদটির পদমর্যাদা, বেতনস্কেল ও নিয়োগ যোগ্যতা অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র পদনাম পরিবর্তন করে "সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর" করা হ'ল ঃ

বর্তমান পদনাম	পরিবর্তিত পদনাম	বেতনস্কেল (জাতীয় বেতনস্কেল-২০০৯ অনুযায়ী)	পদমর্যাদা	নিয়োগের শর্ত/ভিত্তি/ নিয়োগ যোগ্যতা
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-সহকারী	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক-কাম কম্পিউটার অপারেটর	অপরিবর্তিত টাঃ ৫৫০০-১২০৯৫ (গ্রেড-১৩)	অপরিবর্তিত (তৃতীয় শ্রেণী)	বাংলাদেশ সচিবালয় (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শফিকুজ্জামান
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ মে ২০১৫

নং এসএস(এ)-বিঃমাঃ/০১/২০১৫—যেহেতু জনাব এ এফ এম গওসোল আযম সরকার, মহাপরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (লেবাননে নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত)-এর বিরুদ্ধে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চালুকৃত বিভাগীয় মামলা (নং এসএসএ)-বিঃমাঃ/০১/ ২০১৫-এ গত ০৫-০১-২০১৫ তারিখে জারীকৃত অভিযোগনামায় তাঁর বিরুদ্ধে ৬টি অভিযোগ উত্থাপিত হয়, অতঃপর গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে তাঁর দেয়া প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব এবং পরবর্তীতে গত ২৯ এপ্রিল ২০১৫ ও ১১ মে ২০১৫ তারিখে তাঁর দেয়া ব্যক্তিগত শুনানী বিবেচনান্তে কর্তৃপক্ষের নিকটে প্রতীয়মান হয় যে, বৈরুত দূতাবাসে রাষ্ট্রদূত হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন মিশনের কন্সুলার পরিষেবার তত্ত্বাবধান ও মিশনের Chain of Command বজায় রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দিতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন ; এবং

যেহেতু, মিশন প্রধান হিসেবে অধঃস্তন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে তিনি সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক ও যথাযথ Team spirit বজায় রাখতে অসমর্থ হয়েছেন বলে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রমাণিত হয় ; এবং

যেহেতু, রাষ্ট্রদূত থাকাকালীন তিনি জনাব সুমন ভূইয়া নামক এক ব্যক্তিকে গৃহকর্মী হিসেবে নিয়োগ দেন যার নামে বৈরুতের প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিকট দালালীর দূর্নাম রয়েছে বলে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয় ; এবং

যেহেতু, রাষ্ট্রদূত হিসেবে বৈরুত মিশনের কন্সুলার পরিষেবা কেন্দ্রিক দালালচক্রের দৌরাত্ম ও প্রভাব হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে তিনি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হননি এবং এর ফলশ্রুতিতে স্বার্থান্বেষী দালালচক্রের মদদে গত ১৬ জুলাই ২০১৪ তারিখে বৈরুত মিশনে বিশৃংখলা-অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যা নিয়ন্ত্রণ করতে লেবানীজ পররাষ্ট্র দফতর ও স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা/Internal Security Force (ISF)-এর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়, দূতাবাসে অতিরিক্ত পুলিশ/নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করতে হয় এবং নিয়মিত গাড়ী চালকের বদলে ISF-এর একজন নিরাপত্তা কর্মীকে দিয়ে ফ্ল্যাগকার চালনা করতে হয়। সর্বোপরি ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে কোন রকম আলোচনা ছাড়াই অনিবার্য কারণ দেখিয়ে রাষ্ট্রদূত জনাব সরকারের নির্দেশে দুই দিন (১৭-১৮ জুলাই ২০১৪) দূতাবাস বন্ধ রাখার নোটিশ জারী করতে হয় বলে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয় ; এবং

যেহেতু, এরূপ কর্মকান্ডে স্বাগতিক সরকারের কাছে দূতাবাস তথা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রমাণিত হয় ; এক্ষণে

সেহেতু, রাষ্ট্রদূত হিসেবে মিশন পরিচালনায় সামগ্রিক অব্যবস্থাপনা ও অদক্ষতার জন্য জনাব এ এফ এম গওসোল আযম সরকার- কে "গণকর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫"- এর ৪(২)(এ) বিধির আওতায় লঘু দন্ড হিসেবে তিরষ্কার দন্ড এবং একই বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধির আওতায় এই আদেশ জারীর দিন থেকে পরবর্তী ২ (দুই) বছরের জন্য উচ্চতর পদে তাঁর পদোন্নতি স্থগিত করার দন্ড আরোপ করা হল। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে।

মোঃ শহীদুল হক
পররাষ্ট্র সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
পর্যটন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ মে ২০১৫

নং ৩০.০১৬.০০.০০.০১১.২০১৫-১৬৯—UNWTO এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের যৌথ উদ্যোগে চীন, জাপান, কোরিয়া, শ্রীলংকা, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, ভুটান, নেপাল, লাওস ও ভারতের পর্যটন বিষয়ক মন্ত্রীদের অংশগ্রহণে ঢাকায় 'Symposium related to Buddhism among Asian Countries' শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম এবং "Workshop on Buddhist Circuit" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালা আয়োজনের বিষয়ে তদারকির জন্য নিম্নোক্তভাবে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হল ঃ

স্টিয়ারিং কমিটি গঠন (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

আহ্বায়ক

(১) সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয়)

(৩) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয়)

(৪) রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয়)

(৫) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয়)

(৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয়)

(৭) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয়)

(৮) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয়)

(৯) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয়)

(১০) তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয়)

(১১) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের প্রতিনিধি

(১২) ডিআইজি, ট্যুরিস্ট পুলিশের কার্যালয়ের প্রতিনিধি

(১৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রতিনিধি

(১৪) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি

(১৫) শিল্পকলা একাডেমীর প্রতিনিধি

(১৬) জাতীয় যাদুঘর এর প্রতিনিধি

(১৭) বৌদ্ধ-খ্রীস্টান পরিষদ এর প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(১৮) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড।

২। কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি ;

(২) সম্মেলনে আগত অতিথিদের অভ্যর্থনা, আবাসন ও ট্যুর কার্যক্রম তদারকি ;

(৩) সম্মেলনের বাজেট ব্যবস্থাপনা ও ব্যয় অনুমোদন ;

(৪) কমিটি প্রয়োজনে আরও সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কেয়া খান
উপসচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

রপ্তানি-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২০ মে ২০১৫

নং ২৬.০০.০০০০.১০৩.০০৬.০২.১৩(অংশ-৩)/১০৭—বাংলাদেশ চা অধ্যাদেশ ১৯৭৭ (সংশোধিত অধ্যাদেশ ১৯৮৬) এর ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর ক্ষমতাবলে জনাব কামরান টি রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশীয় চা সংসদ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কাপনা টি কোঃ লিঃ-কে বাংলাদেশ চা বোর্ডের সদস্য (খণ্ডকালীন) পদে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর মেয়াদের জন্য নিয়োগ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দা নুরমহল আশরাফী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

অধিগ্রহণ অধিশাখা-০১

এল. এ কেস নং-৭৯/১৯৬৬-৬৭

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ০১ জুন ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৮.১৪-১৭৯—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ধারা মোতাবেক ১৪-০৮-১৯৬৪ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে ;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখল সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইলঃ

তফসিল

জেলা শরীয়তপুর, উপজেলা শরীয়তপুর সদর, মৌজার নাম ৭৯ নং তুলাসার।

দাগ নং এস. এ ৩৩৫।

জমির পরিমাণ ০.৩০ একর।

জমির নক্সা শরীয়তপুর কালেক্টরেট এর এল এ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস. এম. আব্দুল কাদের
উপসচিব।

এল. এ কেস নং-১৮৭/১৯৬২-৬৩

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

তারিখ, ০১ জুন ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০১৪.১৫-১৮০—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' ধারা অনুযায়ী ২২-০৬-১৯৬৩ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইলঃ

তফসিল

জেলা রাজশাহী, উপজেলা পবা, মৌজা পবা, জে এল নং-১১০।

সি এস খতিয়ান নং	সি এস দাগ নং	মোট জমি (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১৫২/২	৪৭৫	০.৮৬	০.৬৪
১৫২/২	৪৭৯	২.৪০	০.৩৬
			মোট =১.০০ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস. এম. আব্দুল কাদের
উপসচিব।

এল. এ কেস নং-৮৬/১৯৮০-১৯৮১

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' ধারা অনুযায়ী ১৮-১১-১৯৮১ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইলঃ

তফসিল

জেলা রাজশাহী, উপজেলা চারঘাট, মৌজা আরাজী সাদিপুর, জে এল নং-৩৯।

সি এস খতিয়ান নং	সি এস দাগ নং		অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
০১	৫৩৯	আংশিক	০.৬৫
০১	৫৩৮	,,	০.৩৭
২২	৫৩৭	পূর্ণ	০.২২
৮১	৫৩৬	আংশিক	০.১১
৮০	৫৩৬	,,	০.২০
৩৩৩	৫৩৫	পূর্ণ	০.১৫
২২	৮৬৬	,,	০.২২
			মোট =১.৯২ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস. এম. আব্দুল কাদের
উপসচিব।

এল. এ কেস নং-০৪/১৯৮০-১৯৮১
ফরম-ঘ
ঘোষণা
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' ধারা অনুযায়ী ১৮-১১-১৯৮১ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইলঃ

তফসিল

জেলা রাজশাহী, উপজেলা বাগমারা, মৌজা চানপারা, জে এল নং-১৪১।

সি এস খতিয়ান নং	সি এস দাগ নং		অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১৪৭, ১৪৮	১২৯৭	আংশিক	০.৩৮
১৬০, ২৩৫	১২৯৮	পূর্ণ	০.২২
২৯৯	১২৯৯	আংশিক	০.৩৮
	১৩০০	,,	০.০৪
			মোট =১.০২ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস. এম. আব্দুল কাদের
উপসচিব।

এল. এ কেস নং-১৬৮/৪/৬৩-৬৪
ফরম-ঘ
ঘোষণা
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০১৫.১৫-১৮০—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' অনুযায়ী হুকুম দখল করা হয়েছে এবং উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে। যেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, সেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারা (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইয়াছেঃ

তফসিল

জেলা ঠাকুরগাঁও, উপজেলা ঠাকুরগাঁও সদর, মৌজা সাসলা পিয়ালা, জে এল নং-৮৬।

দাগ নম্বর	জমির পরিমাণ (একর)
৪১	০.২০
৬৫	০.০৫
	সর্বমোট =০.২৫ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস. এম. আব্দুল কাদের
উপসচিব।

এল. এ কেস নং-২৩৩/৪/৬৩-৬৪
ফরম-ঘ
ঘোষণা
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' অনুযায়ী হুকুম দখল করা হয়েছে এবং উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে। যেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, সেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারা (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইয়াছেঃ

তফসিল

জেলা ঠাকুরগাঁও, উপজেলা ঠাকুরগাঁও সদর, মৌজা খলিশাকুড়ি, জে এল নং-৬০।

দাগ নম্বর	জমির পরিমাণ (একর)
৫২৮৮	০.২৫
৫২৮১	০.০৮
	সর্বমোট =০.৩৩ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস. এম. আব্দুল কাদের
উপসচিব।

এল. এ কেস নং-২৫০/৪/৬৩-৬৪

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' অনুযায়ী হুকুম দখল করা হয়েছে এবং উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে। যেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, সেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারা (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইয়াছেঃ

তফসিল

জেলা ঠাকুরগাঁও, উপজেলা বালিয়াডাঙ্গী, মৌজা বোয়ালধার, জে এল নং-৭১।

দাগ নম্বর	জমির পরিমাণ (একর)
৯০১	০.২৪
১৯০৬	০.০২
১৯২৭	০.১৯
১৯০৭	০.০৯
১৯৫২	০.০৯
১৯২৮	০.২২
৯২৩	০.০৫
৯৫৮	০.০৬
৯৫৬	০,০৩
৯৫৩	০.০২
৯৪৪	০.০৪
৯৫১	০.০৮
৯২৬	০.০৭
৯২৪	০.০৫
৯০০	০.০৪
৮৯৭	০.০৭
৮৯৯	০.০৪
৯৪৫	০.১২
৮৯২	০.০৯
১৯০১	০.২৩
৯০২	০.০১
৯৪৬	০.০১
৯৩২	০.০৪
	সর্বমোট =১.৯০ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস. এম. আব্দুল কাদের
উপসচিব।

এল. এ কেস নং-৭/৪/৬৪-৬৫

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

তারিখ, ০১ জুন ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০১৬.১৫.১৮২—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' অনুযায়ী হুকুম দখল করা হয়েছে এবং উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে। যেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, সেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারা (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইয়াছেঃ

তফসিল

জেলা ঠাকুরগাঁও, উপজেলা ঠাকুরগাঁও সদর, মৌজা নারগুন, জে এল নং-১৮৫।

দাগ নম্বর	জমির পরিমাণ (একর)
৬৮৫	০.০৮
৬৮৬	০.১২
৬৮৮	০.০৭
৬৮৯	০.১৬
৬৬৯	০.২২
৬৫৭	০.২২
৬৭০	০.০৩
৬৫৬	০.১০
৬৪৭	০.২০
৬৩৩	০.১৮
৬৮৪	০.১০
	সর্বমোট =১.৪৮ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস. এম. আব্দুল কাদের
উপসচিব।

এল, এ কেস নম্বর-৭৮/৪/৬৭-৬৮

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' অনুযায়ী হুকুম দখল করা হয়েছে এবং উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে। যেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, সেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত

ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে।

তফসিল

জেলা ঠাকুরগাঁও, উপজেলা হরিপুর, মৌজা আমগাঁও, জে, এল নং-১৪।

দাগ নম্বর	জমির পরিমাণ (একর)
৫৪৫৫	০.১১
৫৪৫৬	০.০১
৫৯০৭	০.০২
৫৯০৮	০.০১
৫৯০৯	০.১৬
৫৯৭৭	০.১৮
৫৯৮১	০.১৩
৫৯৯২	০.০২
৫৯৯৩	০.০৬
৫৯৯৪	০.০২
৫৯৯৫	০.০৮
৫৯৯৭	০.০৯
৫৯৯৮	০.০২
৬১০০	০.০৪
৬১১৭	০.০৫
৬১১৮	০.০৫
৬১২০	০.১৩
৬১২৮	০.১১
৬৩৮৯	০.০৮
৬৩৯০	০.০৩
৬৩৯৬	০.১৫
৬৪০৯	০.১০
	মোট =১.৬৫ একর

এস.এম. আব্দুল কাদের
উপসচিব।

এল, এ কেস নম্বর-১৬৩/৪/৬৭-৬৮

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' অনুযায়ী হুকুম দখল করা হয়েছে এবং উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে। যেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, সেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে।

তফসিল

জেলা ঠাকুরগাঁও, উপজেলা পীরগঞ্জ, মৌজা ভোমরাদহ, জে, এল নং-১১।

দাগ নম্বর	জমির পরিমাণ (একর)
২২০	০.০২
১৯১	০.১৫
২৩০	০.৩৯
২২৩	০.১৫
২৫৫	০.০৫
২৫৬	০.০৩
৩৫৩	০.০৬
৩৫২	০.০৬
২৫৪	০.০১
৩৪৯	০.১৭
৩৩৯	০.০৩
৩৭৩	০.০৩
১৯৪	০.০২
২৭০	০.০২
২৬৩	০.০২
	মোট =১.২১ একর

এস.এম. আব্দুল কাদের
উপসচিব।

এল, এ কেস নম্বর-২০৬(w)/১৯৬৭-৬৮

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

তারিখ, ২৪ মে ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৬.১৪-২৬৫—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' মোতাবেক ০৬-০৭-১৯৬৭ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা আমতলী, মৌজা গোলবুনিয়া, জে, এল নং-৬৮, সিট নং-১।

খতিয়ান নম্বর	দাগ (এস এ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৯	৬	০.০১
৯	৭	০.০৮

খতিয়ান নম্বর	দাগ (এস এ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৪১	৮	০.২০
১৬	৯	০.৮২
৪	১১	০.০৯
৪	১২	০.৫০
৪	১৩	০.০৭
৫৭, ৭৮	২১	০.৩৫
১৫	২২	০.১৪
৫৭, ৭৮	২৩	০.৬৩
১২, ৪২, ৭৩	২৪	০.৩২
৫৭, ৭৮	২৫	০.৩০
৫৭, ৭৮	২৬	০.৫০
৪২	২৮	০.৫৬
৭৩	২৯	০.৩০
১২	৩০	০.২৫
৪০	৩১	০.৯০
২২	৩৮	০.১৮
২২	৩৯	০.১১
৪২	৪১	০.২৬
৬২	৪৪	০.৫০
৬২	৪৫	০.৪৬
৬২	৪৬	০.৩৫
৬২	৪৭	০.০৭
৮	৪৮	০.২০
৭৩	৪৯	০.০৫
৭১	৫১	০.৪০
৪০	৫৪	০.১৪
৬২	৬৮	০.৬৬
৪২	৮২	০.০২
৭৩	৮৩	০.০৪
৬২	৮৪	০.১৬
১১	৮৫	০.৩৪
১১	৮৬	০.৬৪
২২	৮৭	০.৬৭
৪২	৮৮	০.৭০
১২	৮৯	০.৭০
৭৩	৯০	০.৯০
৪০	৯১	১.৩০
১১	৯২	০.৮৮
১৫	৯৬	০.৬৪
৭৩	৯৭	০.৫০
১২	৯৮	০.৩৮
৪২	৯৯	০.৩০
৭৭	১০০	০.২৪
১৯	১১১	০.১৮

খতিয়ান নম্বর	দাগ (এস এ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১৭	১১৬	১.৯০
৫৯	১১৭	১.০২
০৫	১১৮	১.০৪
৪৮	১৩৯	০.৬৮
৫৬	১৪০	০.২৪
৩৭	১৪১	০.৩৯
৩৭	১৪২	০.৬০
৪৮	১৪৩	০.৩৮
৪৮	১৪৪	০.৩০
৪৮	১৪৬	০.৮২
৪৩	১৪৭	০.১৪
৪৩	১৪৮	০.০৫
৬৪	১৪৯	০.১৭
৩	১৫৪	০.১৪
৩	১৫৫	০.০১
৩	১৫৬	১.০০
৩	১৫৭	০.৭০
২৬	১৫৮	১.৯৮
৩২	১৬৪	১.৬২
৩৭	১৬৫	০.৫১
৪৯	১৬৬	০.৪২
২৩	১৬৭	০.৬৪
৪৮	১৬৮	০.২৬
৩২	১৬৯	০.২৩
২৩	১৭২	০.২৮
৪৮	১৮৪	০.২৮
৪১	১৯৪	০.১৮
৪১	১৯৫	০.০৬
৪৮	১৪৫	০.০২
৬০	১৩৬	০.১৫
৬৪	১৮৫	০.১৩
		মোট =৩৪.৩৩ একর

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

এল, এ কেস নং ৫৮(w)/১৯৬৮-৬৯

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

তারিখ, ২৪ মে ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৬.১৪-২৬৩—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' ধারা মোতাবেক ১৭-০৬-১৯৬৮ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা গলাচিপা, মৌজা আটখালী, জে, এল নং-৪৭, সিট নং-১।

দাগ (এস এ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১১৭	০.২৩
১৭	০.০২
১১৮	০.১১
১১৯	০.৩৬
১২০	০.২৬
১২১	০.১৫
১২২	০.০৪
১২৬	০.৩৪
১২৭	০.০৯
১৩৯	০.০১
১৪৮	০.০৬
১৪৯	০.৭৪
১৫৫	০.১৩
১৫৯	০.২৭
১৬১	০.১০
১৬২	০.০৬
১৬৩	০.২২
২৭২	০.০৯
২৭৭	০.৬৫
২৭৮	০.২৪
২৮৯	০.৫৬
৫৪৩	০.০৩
৫৬৪	০.০৯
৫৬৫	০.০৪
৫৬৬	০.০৫
৫৬৭	১.০৮
৫৬৮	০.৬২
৫৬৯	০.০৪
৫৭০	০.০৯
৫৭১	০.০৮
১৪০	০.৫৫
১৫০	০.৩৮
১৫৪	০.২৫
২৮৮	০.৯৬
৫৭২	০.৫৬
১২৩	০.৫০
১২৪	০.১৯
১২৫	০.১৭
১২২	১.০০
১৩৬	০.১৩
১৪১	০.৩৬
১৫১	০.২৫
১৫২	০.২
১৫৩	০.২৩
১৫৬	০.০৬
১৫৭	০.০৪
১৫৮	০.০২
১৬০	০.০৮
১৬৪	০.৪০
১৬৫	০.২৭
১৬৬	০.১৯
১৬৭	০.৭৭
১৬৮	০.৬০
১৬৯	০.০৪
১৭০	০.০৪
২৭৪	০.০৪
২৭৫	০.৪২
২৭৬	০.০৬
২৭৭	১.০০
২৮৪	০.০৮
২৮৬	০.৫০
২৮৭	০.৫৬
২৯০	০.৫২
২৯১	০.৩১
২৯২	০.৩২
২৯৩	০.৩৫
২৯৪	০.১১
২৯৫	০.১৮
২৯৬	০.১৯
২৯৭	০.১০
২৯৮	০.০৬
৩১৪	০.০৭
৩২১	০.০২
৫৩৮	০.০৪
৩২২	০.০৪
৫৩৯	০.০৪
৫৪০	০.১১
৫৪১	০.০৮
৫৪২	০.০৭
৫৪৫	০.০২
৫৬২	০.২৮
৫৬৩	০.২৮
৫৮৫	০.২৮
১২৪০	০.১৮
	মোট =২১.২২ একর

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

এল, এ কেস নং ৫৫(W)/১৯৬৯-৭০

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

তারিখ, ২৪ মে ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৬.১৪-২৬১—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর '৩' ধারা মোতাবেক ০২-০৭-১৯৭০ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা গলাচিপা, মৌজা বোয়ালিয়া, জে, এল নং-১২১, সিট নং-৪।

খতিয়ান নম্বর	দাগ (এস এ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৪৪৫	৪১৮২	০.০৪
২৬৫	৪১৮৫	০.০৬
৪০৭	৪১৮৬	০.২২
২৬৫	৪১৯৩	০.১৬
১৭৮	৪১৯৬	০.০১
৩১, ৬০, ৬১	৪৩০৯	০.৭২
৬৮	৪৩১০	০.৬২
৪৯	৪৩১৩	০.৯০
৪০০	৪৩১৪	০.৮৮
৬২, ২৬৪	৪৩১৫	০.৯৪
৫৮	৪৩১৬	২.৩০
১৩৫	৪৩৩১	০.৩০
১৩৫	৪৩৩২	০.২৮
১৩৫	৪৩৩৩	০.২৪
২৫৮	৪৩৩৪	০.৮৮
২৫৮	৪৩৩৫	০.৫৪
২৫৮	৪৩৩৬	০.১১
২৫৮	৪৩৩৭	০.০৪
২৫৮	৪৩৩৮	০.১৬
১০২	৪৩৫১	০.৪৩
১৭২	৪৩৫২	০.৭৬
১৩৩	৪৩৫৩	০.৫২
১৩৩	৪৩৫৪	০.৫২
২৭০	৪৩৬০	০.০২
২৭০	৪৩৬১	০.০৬
৪৪৬	৪৩৬২	০.০৮
৪৪৬	৪৩৬৩	০.০৮
১৬৯	৪৩৬৪	০.১০
২০৭, ৪৫১	৪৩৬৫	০.২৪
১৪১	৪৩৬৬	০.২২
৯৪	৪৪১৭	০.০৮
৬৪	৪৪১৯	০.২০
১০১	৪৪২০	০.১০
৬	৪৪২১	০.০৫
২৩৯	৪৭৪১	০.০৬
১২২	৪৭৪৭	০.০৪
১২২	৪৭৪৮	০.০৭
১২২	৪৭৪৯	০.০১
৫৫	৪৭৫১	০.০৭
৫৫	৪৭৫২	০.৩২
২৬৮	৪৭৫৫	০.০৮
২৬৮	৪৭৬০	০.০৮
২৬৮	৪৭৬৩	০.০৭
২৬৮, ৩০৮	৪৭৬৮	০.২০
২৬৮	৪৭৭১	০.১০
২৬৮	৪৭৭৬	০.১৪
২৬৮	৪৭৭৮	০.০৪
২৬৮	৪৭৭৯	০.১৫
৩৯৭	৪৮৯২	০.০৬
৩৯৭	৪৯০৩	০.০৬
৬৭	৪৯০৯	০.০৪
৬৭	৪৯১০	০.০৬
৬৭	৪৯১১	০.১৯
৬৭	৪৯১২	০.৬৫
৩৮৮	৪৯১৩	০.২৭
১৭১	৪৯১৪	০.৯৫
৩৮, ৬৭, ২৭২	৪৯১৬	০.০৫
১৭০	৪৭১৭	০.১৪
১৭০	৪৭১৮	০.০১
১৭০	৪৯১৯	১.০২
২৫৩, ২৭৩	৪৯২০	১.৪৫
২৭২	৪৯২১	০.১৪
২৭২	৪৯২২	০.০৬
২৫৮	৪৯৭৬	০.১২
৩	৪৯৮৭	০.০৬
৪৩৩	৪৯৯৪	০.৩৮
১৩৩	৪৮৪২	০.১৬
৬	৪৮০৮	০.০৩
৩	৪১৮৯	০.১৪
		মোট =২০.৩৩ একর

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ জুন ২০১৫

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৭.১৮.১৯৫.১২-১৭৬৭—১১ বৈশাখ ১৩৯৬/২৪ এপ্রিল ১৯৮৯ তারিখে জারীকৃত "বাংলাদেশ রেলওয়ে (কর্মচারী) কল্যাণ ট্রাষ্ট সম্পর্কিত রেজিলিউশন এর ৭ম অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কল্যাণ ট্রাষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিষদের ৪৭তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাসিক চাঁদা নিম্নলিখিত হারে পুন:নির্ধারণ করেছেঃ

(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তার মাসিক চাঁদা ১০০/- টাকা

(খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তার মাসিক চাঁদা ৮০/- টাকা

(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল ৩য় শ্রেণীর কর্মচারির মাসিক চাঁদা ৬০/- টাকা

(ঘ) বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারির মাসিক চাঁদা ৪০/- টাকা

২। এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাং শওকত রশীদ চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-৭(কলেজ-২)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/৩১ মে ২০১৫

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৬০.১৩-২৯৯—যেহেতু জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, সাবেক সহকারি অধ্যাপক (বাংলা), গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা (বর্তমানে রংপুর সরকারি কলেজ, রংপুর) এর বিরুদ্ধে গাইবান্ধা সদর থানায় গত ২৯-০৯-২০১২ তারিখে দায়েরকৃত ৩১ নম্বর মামলায় ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা এবং দণ্ডবিধি ১০৯ ধারায় আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয় এবং গত ০২-০৬-২০১৩ তারিখে ১২৮ নম্বর চার্জশিট বিজ্ঞ আদলতে দাখিল করা হয়েছে ;

যেহেতু, তৎপরিপ্রেক্ষিতে জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম-কে বিএসআর (পার্ট-১) এর বিধি ৭৩ এর নোট-২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমোরেন্ডাম নং-ED(Reg.VII) S-১২৩/৭৮-১১৫(৫০০), তারিখ ২১ নভেম্বর ১৯৭৮ অনুযায়ী চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং সেহেতু পরবর্তীতে বিজ্ঞ বিশেষ জজ আদালত রংপুর কর্তৃক গত ০১-০৩-২০১৫ তারিখে স্পেশাল কেস নং-৯/২০১৪ থেকে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, সাবেক সহকারি অধ্যাপক (বাংলা), রংপুর সরকারি কলেজ, রংপুর এর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক চাকুরিতে পুনর্বহালসহ বরখাস্ত কালীন সময়কে কর্মকাল হিসেবে গণ্য করা হ'ল।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৫৯.১৩-৩০০—যেহেতু জনাব মোঃ আব্দুল রশিদ, সাবেক সহকারি অধ্যাপক (ইংরেজী), গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা (বর্তমানে দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ, দিনাজপুর) এর বিরুদ্ধে গাইবান্ধা সদর থানায় গত ২৯-০৯-২০১২ তারিখে দায়েরকৃত ৩১ নম্বর মামলায় ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা এবং দণ্ডবিধি ১০৯ ধারায় আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয় এবং গত ০২-০৬-২০১৩ তারিখে ১২৮ নম্বর চার্জশিট বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়েছে ;

যেহেতু, তৎপরিপ্রেক্ষিতে জনাব মোঃ আব্দুল রশিদ-কে বিএসআর (পার্ট-১) এর বিধি ৭৩ এর নোট-২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমোরেন্ডাম নং-ED(Reg.VII) S-১২৩/৭৮-১১৫(৫০০), তারিখ ২১ নভেম্বর ১৯৭৮ অনুযায়ী চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং সেহেতু পরবর্তীতে বিজ্ঞ বিশেষ জজ আদালত রংপুর কর্তৃক গত ০১-০৩-২০১৫ তারিখে স্পেশাল কেস নং-৯/২০১৪ থেকে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল রশিদ, সহযোগী অধ্যাপক (ইংরেজী), দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ, দিনাজপুর এর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক চাকুরিতে পুনর্বহালসহ বরখাস্ত কালীন সময়কে কর্মকাল হিসেবে গণ্য করা হ'ল।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ০২ আষাঢ় ১৪২২/১৬ জুন ২০১৫

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০০৯.১৩-৩৫৭—যেহেতু প্রফেসর রেজাউল করিম (৫৫৮৮), অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ, সাতক্ষীরা সাবেক অধ্যাপক গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা এর বিরুদ্ধে গাইবান্ধা সদর থানায় গত ২৯-০৯-২০১২ তারিখে দায়েরকৃত ৩১ নম্বর মামলায় ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা এবং দণ্ডবিধি ১০৯ ধারায় আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয় এবং গত ০২-০৬-২০১৩ তারিখে ১২৮ নম্বর চার্জশিট বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয় ;

যেহেতু, তৎপরিপ্রেক্ষিতে প্রফেসর রেজাউল করিম-কে বিএসআর (পার্ট-১) এর বিধি ৭৩ এর নোট-২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমোরেন্ডাম নং-ED(Reg.VII) S-১২৩/৭৮-১১৫(৫০০), তারিখ ২১ নভেম্বর ১৯৭৮ অনুযায়ী চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং সেহেতু পরবর্তীতে বিজ্ঞ বিশেষ জজ আদালত রংপুর কর্তৃক গত ০১-০৩-২০১৫ তারিখে স্পেশাল কেস নং-৯/২০১৪ থেকে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়;

সেহেতু, প্রফেসর রেজাউল করিম (৫৫৮৮), অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ, সাতক্ষীরা এর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক ভূতাপেক্ষভাবে চাকুরিতে পুনর্বহালসহ বরখাস্তকালীন সময়কে কর্মকাল হিসেবে গণ্য করা হ'ল।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. নজরুল ইসলাম খান
সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৩ আষাঢ় ১৪২২/১৭ জুন ২০১৫

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১৩৮.১৫-১১৬১—মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলার তেওতা জমিদার বাড়ি কমপ্লেক্স (তালপুকুরসহ) প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব থাকায় ১৯৬৮ সালের প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণ আইন (১৯৭৬ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী পুরাকীর্তি হিসেবে সংরক্ষণযোগ্য বিবেচিত হওয়ায়, সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ "সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ" বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

ক্রমিক নং	প্রত্নসম্পদের অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দী	মালিকানা	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা	মন্তব্য
		মৌজার নাম	খতিয়ান নং	দাগ নং					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(১)	তেওতা জমিদার বাড়ি কমপ্লেক্স (তালপুকুরসহ) গ্রাম- তেওতা উপজেলা- শিবালয় জেলা- মানিকগঞ্জ।	নারায়ন তেওতা	১	১ ২ ৫ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৭ ১৮ ২৪	.১০ ২.১৫ .০৪ .৩০ ২.৩৫ .১৩ .২০ .৩৩ .৬৬ .৮৪ .৩৫ .১০ .১৪ .০৯	উত্তরে-রাস্তা দক্ষিণে-রাস্তা পূর্বে-সরকারি রাস্তা পশ্চিমে-তেওতা বাজার	বাংলাদেশ সরকার পক্ষে জেলা প্রশাসক মানিকগঞ্জ।	প্রযোজ্য নয়	
				মোট=	৭.৭৫ একর				

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ছানিয়া আক্তার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা-৩

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/১৯ মে ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৮.১৪-২৬৮—ঝিনাইদহ জেলার ঝিনাইদহ থানার সাধারণ ডায়রী নং ৭৯৩, তারিখ ১৭-০৩-২০১৫ মূলে আসামীগণ সরকারের প্রতি ঘৃণা, অবজ্ঞা সৃষ্টি, সরকারকে অবৈধ বলে প্রচার করাসহ, নাশকতা ও রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কর্মকান্ডে লিপ্ত থেকে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদোহিতার অভিযোগে পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ১২০-খ ও ১২৪-ক ধারায় মামলা রুজুর লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬-ক ও ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৫-২৬৯—বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট "ক" অঞ্চল আদালত, জয়পুরহাট মোকদ্দমা নং-৩২৫ পি/১৪, তারিখ ২২-১২-২০১৪ মূলে বাদীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিবাদী জনাব তারেক রহমান গত ১৭-১২-২০১৪ তারিখ যুক্তরাজ্যের ইস্ট লন্ডনস্থ অ্যাট্রিয়াম ব্যাংকোয়েট হলে যুক্তরাজ্য বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের সৃষ্টি সম্পর্কে নিন্দা জ্ঞাপনপূর্বক এবং উহার সার্বভৌমত্ব বিলোপকরণকে সমর্থন করা উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান তথা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের স্থপতি, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে 'রাজাকার' এবং পাকবন্ধু বলে বক্তব্য প্রদান করার অভিযোগে পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ১২৩-ক ধারায় মামলা রজুর লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মিজানুর রহমান
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/২৪ মে ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০১.২০১৪-২৮৬—ডিএমপি ঢাকার খিলক্ষেত থানার মামলা নম্বর-১১, তারিখ ১১-১২-২০১৪ "সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)]" এর ৮/৯/১৩ ধারায় মামলার আসামীগণ খিলক্ষেত থানাধীন খিলক্ষেত ফুটওভার ব্রীজের উপরে মাঝখানে সরকার বিরোধী আন্দোলনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় "সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)]" এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

তারিখ, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/২৫ মে ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৯.১৪-২৯০—সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ থানার মামলা নম্বর-৩৮, তারিখ ২৫-০২-২০১৫ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ৬(২)/১২ ধারায় মামলার আসামীগণ সিরাজগঞ্জ থানাধীন মুন্সি বাড়ী রেলক্রসিং থেকে সিরাজগঞ্জ শহরের দিকে যেতে বিদ্যুতের সাব-স্টেশন সংলগ্ন পাকা রাস্তার উপর জনসাধারণের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের লক্ষ্যে রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে ক্ষতি সাধন করার অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খায়রুল আলম সেখ
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

শৃংখলা-১ শাখা

আদেশ

তারিখ, ২৮ বৈশাখ ১৪২২/১১ মে ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২০৩.২০১৩-২৫৬—যেহেতু ডাঃ মোহাম্মদ রিজোয়ান হাশমী (১১৩১১৩), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা গত ২৯-১০-২০০৮ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ২৭-০১-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২০৩.২০১৩-৬৮ নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিদেবন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ০৮-০৬-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২০৩.২০১৩-৪৫৫ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ১৫-০৩-২০১৫ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪.০০.০০.০০৪.২০১৫-৮৫ নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ২৯-০৪-২০১৫ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মোহাম্মদ রিজোয়ান হাশমী (১১৩১১৩), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ২৯-১০-২০০৮ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশ

তারিখ, ২৬ মে ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.১৫৪.০১.০০.১২৯.২০১৪-২৭৫—যেহেতু ডাঃ মোঃ জাকির হোসেন (৩৭২৬১), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (প্রাক্তন সিভিল সার্জন, ফেনী) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও দুর্নীতির দায়ে ১৪-০১-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১২৯.২০১৪-২৩ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১৫-০৩-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু ডাঃ মোঃ জাকির হোসেন (৩৭২৬১), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা সিভিল সার্জন, ফেনী হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে নিয়মিত আর্থিক বরাদ্দ প্রাপ্তির পূর্বে এবং এমএসআর নির্বাচন কমিটির সিদ্ধান্ত ব্যতীত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন এবং পিপিআর-২০০৮ এর নির্দেশনা লংঘন করে উক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করেন নি। যেহেতু তিনি দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি গঠন না করে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক দরপত্রসমূহ উন্মুক্ত করেন। এছাড়া ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয় থেকে অতিরিক্ত বরাদ্দকৃত এক কোটি টাকা অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী নতুন করে পৃথক দরপত্র আহবান না করে এবং এমএসআর নির্বাচন কমিটি দরপত্র উন্মুক্তদকরণ ও মূল্যায়ন কমিটির কোন সভা আহবান না করে ঠিকাদার মেসার্স স্বদেশ মেডিকেল হল, ফেনীর নিকট থেকে ৬৮ টি আইটেমের মধ্যে মাত্র ১৫ টি আইটেমেরে বিপরীতে এক কোটি টাকা থেকে মাত্র ৫০০ টাকা কম ব্যয় দেখিয়ে কৌশলে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ৯৯,৯৯,৫০০ টাকার ঔষধ ক্রয় করেন;

এক্ষণে, সেহেতু ডাঃ মোঃ জাকির হোসেন (৩৭২৬১), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(ই) বিধি মোতাবেক আগামী ২(দুই) বছরের জন্য ২০০৯ সালের জাতীয় বেতন স্কেলের টাকা ২৫,৭৫০-৯০০×১০-৩৩,৭৫০ এর সর্বনিম্ন ধাপে অবনমিত করে ২৫,৭৫০ টাকা নির্ধারণ করার শাস্তি আরোপ করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না। আদেশ জারির তারিখ থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ মে ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬০.২০১৫-২৭৮—যেহেতু ডাঃ মোহাম্মদ জাকির হোসেন ভুইয়া (১১১৩৬৮), জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারী), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চাটখিল, নোয়াখালী চাটখিল থানা পুলিশ গত ২৩-০১-২০১৫ তারিখে গ্রেফতার হন;

যেহেতু, বি.এস.আর. পার্ট-১ এর ৭৩নং বিধির নোট-২ অনুযায়ী ফৌজদারী অভিযোগে অথবা দেনার দায়ে আটক সরকারি কর্মচারী গ্রেফতার হওয়ার তারিখ হতে সাময়িক বরখাস্ত বলে বিবেচিত হবেন;

সেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ জাকির হোসেন ভুইয়া (১১১৩৬৮), জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারী), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চাটখিল, নোয়াখালীকে বি.এস.আর. পার্ট-১ এর ৭৩নং বিধির নোট-২ অনুযায়ী ২৩-০১-২০১৫ তারিখ থেকে সরকারি চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশ

তারিখ, ২৮ মে ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১১৫.২০১৪-২৯৪—যেহেতু ডাঃ সারা খানম (৩০২৮৮), প্রাক্তন ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিমতে 'অসদাচরণ' ও দুর্নীতি এর দায়ে ০৯-১১-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১১৫.২০১৪-৮৭০ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন;

যেহেতু তিনি গত ০১-০৩-২০১৩ তারিখ হতে স্বেচ্ছায় সরকারি চাকুরি অবসর গ্রহণ করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু ডাঃ সারা খানম (৩০২৮৮), প্রাক্তন ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে তাঁকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ২৬ মে ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯৯.২০১৪-২৭৪—যেহেতু ডাঃ তাজরিন জাহান (৪৩৩৫৩), প্রভাষক, ফরেনসিক মেডিসিন, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা গত ০১-০৭-২০১১ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে ২৩-০৯-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯৯.২০১৪-৭৪৮নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৭-১১-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করে আনীত অভিযোগের বিষয় তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

এক্ষণে, সেহেতু ডাঃ তাজরিন জাহান (৪৩৩৫৩), প্রভাষক, ফরেনসিক মেডিসিন, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক তাঁকে তিরস্কার করতঃ বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

তাঁর ০১-০৭-২০১১ তারিখ হতে ২১-০৫-২০১২ তারিখ পর্যন্ত অননুমোদিত অনুপস্থিতকালীন সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

তারিখ, ২৮ মে ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩০.২০১৫-২৯২—যেহেতু ডাঃ নূর-ই-জান্নাত (১২০৯৩৯), প্রভাষক, এনাটমি, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা গত ১০-১২-২০১৪ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার দায়ে ০৪-০৫-২০১৫ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩০.২০১৫-২৩৯নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন গত ২৬-০৫-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু ডাঃ নূর-ই-জান্নাত (১২০৯৩৯), প্রভাষক, এনাটমি, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

তাঁর গত ১০-১২-২০১৪ হতে ১৫-০২-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত কর্মস্থলে অনুপস্থিতকালীন সময়কে বিনাবেতনে অসদাচরণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

বিমান কুমার সাহা এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।

শৃংখলা-২ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ০৭ মে ২০১৪

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০০৪৩.২০১২-১৩৮—যেহেতু ডাঃ মোঃ সোলায়মান আলী, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, হাকিমপুর, দিনাজপুর ভুয়া জখমী সনদপত্র ও পূর্বকার কর্মস্থলের প্যাড ব্যবহার করার দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ধারা মোতাবেক অসদাচরণ অবিযোগের দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা জবাব প্রদান করেন, সে প্রেক্ষিতে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং শুনানীকালে তিনি হাজির হয়ে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন এবং ভুল অনিচ্ছাকৃত মর্মে স্বীকার করেন;

এমতাবস্থায়, শুনানী, প্রতিবেদন এবং ঘটনার বিষয়বস্তু সুক্ষভাবে বিশ্লেষণ করে অবিযুক্ত ডাঃ মোঃ সোলায়মান আলী, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, হাকিমপুর, দিনাজপুরকে লঘুদণ্ড হিসেবে তিরস্কার প্রদান করে অত্র বিভাগীয় মোকদ্দমা নিস্পত্তি করা হলো।

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০০২.২০১২-১৪২—যেহেতু ডাঃ শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচএফপি), মাগুরা সদর, মাগুরা গত ১৫-১২-২০১১ তারিখ হতে ৩০-০১-২০১২ তারিখ পর্যন্ত ৪৫ দিন অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত এবং ২৬-০২-২০১২ তারিখ হইতে অদ্যাবধি পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) ধারা মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়।

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন।

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে গুরুদণ্ড প্রদানের নিমিত্তে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়, তিনি কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং শুনানীকালে তিনি হাজির হয়ে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন।

এক্ষণে, সেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব ও জবানবন্দী, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক ঘটনার সঠিক বিষয়বস্তু/প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ডাঃ শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে যোগদানের তারিখ হতে ১ (এক) বছরের জন্য ১ (এক) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কোন বকেয়া দাবী করতে পারবেন না। তাঁর অননুমোদিত উপস্থিতকালীন সময়কে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

তারিখ, ২৫ মে ২০১৫

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০০৭.২০১৪-১৫১—যেহেতু ডাঃ জুবাইদা খান, সহকারী সার্জন, ওসমানপুর ইউনিয়ন সাব সেন্টার, খোকসা, কুষ্টিয়া গত ০৮-০৭-২০১০ তারিখ হতে ০৪-১০-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) ধারা মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন। পরবর্তীতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে তবে অনুপস্থিত কালে তিনি অসুস্থ ছিলেন মর্মে মতামত প্রদান করেন।

এক্ষণে, সেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, শুনানী ও তদন্ত প্রতিবেদনসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাপূর্বক ঘটনার সঠিক বিষয়বস্তু/সার্বিক প্রেক্ষাপট সুক্ষভাবে বিশ্লেষণ করে ডাঃ জুবাইদা খান, সহকারী সার্জন, ওসমানপুর ইউনিয়ন সাব সেন্টার, খোকসা, কুষ্টিয়াকে ভবিষ্যতে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আরো সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে অত্র বিভাগীয় মোকদ্দমা নিস্পত্তি করা হল। তাঁর কর্মক্ষেত্রে ইতিপূর্বে অনুপস্থিতকাল বিনা বেতনে অসদাচরণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

বিমান কুমার সাহা এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/২৭ মে ২০১৫

নং ৪৬.০৬৩.০৩১.০২.০০.০০৩.২০১৩-৮৪৮—যেহেতু জনাব মোঃ লোকমান হোসেন লক্ষ্মীপুর জেলাধীন লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কান্সিলর; এবং

যেহেতু, ০৮-১১-২০১৩ হতে ১২-০৩-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত পৌর পরিষদের পর পর ৫(পাঁচ) টি মাসিক সভায় অনুপস্থিত ছিলেন এবং বর্তমানেও অনুপস্থিত রয়েছেন; এবং

যেহেতু, পৌর পরিষদের সভায় আপনার অনুপস্থিতির বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, অনুপস্থিতির বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর দ্বারা লক্ষ্মীপুর জেলাধীন লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কান্সিলর এর ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভা তথা জনস্বার্থের পরিপন্থি এবং প্রশাসনিক দৃষ্টি কোন থেকে সমীচীন নয় মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে।

সেহেতু, সরকার তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩১(১) ধারার বিধান অনুযায়ী লক্ষ্মীপুর জেলাধীন লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কান্সিলর জনাব মোঃ লোকমান হোসেন'কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০৬৩.০৩১.০২.০০.০০৩.২০১৩-৮৪৯—যেহেতু জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন লক্ষ্মীপুর জেলাধীন লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কাউন্সিলর; এবং

যেহেতু, ০৮-১১-২০১৩ হতে ১২-০৩-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত পৌর পরিষদের পর পর ০৫(পাঁচ) টি মাসিক সভায় অনুপস্থিত ছিলেন এবং বর্তমানেও অনুপস্থিত রয়েছেন; এবং

যেহেতু, পৌর পরিষদের সভায় আপনার অনুপস্থিতির বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, অনুপস্থিতির বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর দ্বারা লক্ষ্মীপুর জেলাধীন লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভা তথা জনস্বার্থের পরিপন্থি এবং প্রশাসনিক দৃষ্টি কোন থেকে সমীচীন নয় মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে।

সেহেতু, সরকার তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩১(১) ধারার বিধান অনুযায়ী লক্ষ্মীপুর জেলাধীন লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন'কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০৬৩.০৩১.০২.০০.০০৩.২০১৩-৮৫০—যেহেতু জনাব মোঃ আবদুল আলিম হুমায়ুন লক্ষ্মীপুর জেলাধীন লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ১০নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কাউন্সিলর; এবং

যেহেতু, ০৮-১১-২০১৩ হতে ১২-০৩-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত পৌর পরিষদের পর পর ৫(পাঁচ) টি মাসিক সভায় অনুপস্থিত ছিলেন এবং বর্তমানেও অনুপস্থিত রয়েছেন; এবং

যেহেতু, পৌর পরিষদের সভায় আপনার অনুপস্থিতির বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, অনুপস্থিতির বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর দ্বারা লক্ষ্মীপুর জেলাধীন লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভা তথা জনস্বার্থের পরিপন্থি এবং প্রশাসনিক দৃষ্টি কোন থেকে সমীচীন নয় মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে।

সেহেতু, সরকার তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩১(১) ধারার বিধান অনুযায়ী লক্ষ্মীপুর জেলাধীন লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ১০নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ আবদুল আলিম হুমায়ুন'কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খলিলুর রহমান
উপসচিব (পৌর-১)।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রতিষ্ঠান শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০২ আষাঢ় ১৪২২/১৬ জুন ২০১৫

নং ৪৭.০২৩.০২২.০৬১.০০.৪৭.২০১১-১৫৫—সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৮(৫) ধারা মোতাবেক নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক স্মারক নং-৪৭.০৬১.০০০০.০৩০.৩৫.০০৩.৮২(অংশ-৫)-৮৮, তারিখ: ৩০-০৩-২০১৫ মূলে গঠিত অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সরকারি কর্মকর্তা/সমিতির সদস্য অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে উক্ত ১৮(৫) ধারার শর্তাংশ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম এ কাদের সরকার
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৩।

আদেশ

তারিখ, ১ জুলাই ২০১৫

নং ৩৭০-বিচার-৩/১ডি-০১/২০১৩—যেহেতু, গোপালগঞ্জের সাবেক জেলা ও দায়রা জজ বর্তমানে মানিকগঞ্জের জেলা ও দায়রা জজ জনাব নুর মোঃ জাহাংগীর সরকার এর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে ০১/২০১৩ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছিল; এবং

যেহেতু, জনাব নুর মোঃ জাহাংগীর সরকার এর কারণ দর্শানোর প্রেক্ষিতে লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীকালে গৃহীত বক্তব্য, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।

সেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে গোপালগঞ্জের সাবেক জেলা ও দায়রা জজ বর্তমানে মানিকগঞ্জের জেলা ও দায়রা জজ জনাব নুর মোঃ জাহাংগীর সরকার-কে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০১/২০১৩ নং বিভাগীয় মামলার অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ০১ জুলাই ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-৩৬/২০১৪-৩৪৯—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মিহির চক্রবর্তী, পিতা-মৃত মতিলাল চক্রবর্তী, মাতা-মৃত অঞ্জলি চক্রবর্তী, গ্রাম-হলিয়ারগাঁও, ডাকঘর-জাতুয়া, উপজেলা-ছাতক, জেলা-সুনামগঞ্জ) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হবে।

মোঃ জাহিদুল কবির
সিনিয়র সহকারী সচিব।